Situation Report
August 18, 2020

Foundation for Disaster Forum

সপ্তাহের মাঝে আবার নিম্নচাপের সম্ভাবনা, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি, সঙ্গে থাকছে ভাদ্রের জোয়ার

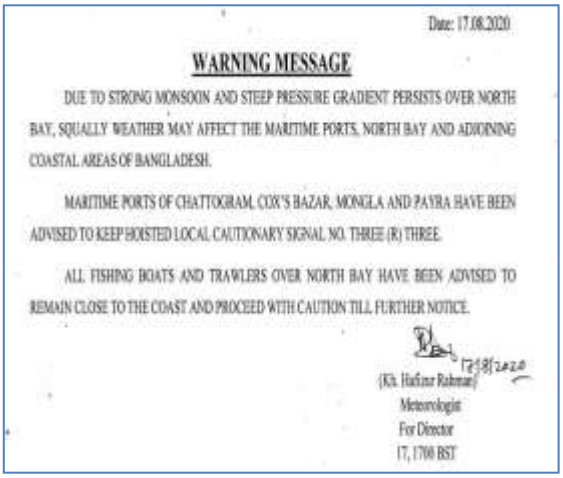

Date: 17.08.2020

WARNING MESSAGE

DUE TO STRONG MONSOON AND STEEP PRESSURE GRADIENT PERSISTS OVER NORTH BAY, SQUALLY WEATHER MAY AFFECT THE MARITIME PORTS, NORTH BAY AND ADJOINING COASTAL AREAS OF BANGLADESH.

MARITIME PORTS OF CHATTOGRAM, COX'S BAZAR, MONGLA AND PAYRA HAVE BEEN ADVISED TO KEEP HOISTED LOCAL CAUTIONARY SIGNAL NO. THREE (R) THREE.

ALL FISHING BOATS AND TRAWLERS OVER NORTH BAY HAVE BEEN ADVISED TO REMAIN CLOSE TO THE COAST AND PROCEED WITH CAUTION TILL FURTHER NOTICE.

17/8/2020
(Kh. Hafizur Rahman)
Meteorologist
For Director
17, 1700 BST

আবার নিম্নচাপের সংকেত। চলতি সপ্তাহে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল এবং পশ্চিমবাংলার উপকূল সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সম্ভাবনা রয়েছে। তার জেরে দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টি বাড়বে, এমনটাই জানা গিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর সূত্রে।

শ্রাবণ মাস জুড়েই একের পর এক নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। ভাদ্র মাসের শুরুতে আরও একটি নিম্নচাপের কারণে লম্বা সময় ধরে বৃষ্টি চলতে পারে। মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকায় প্রায় সারা দেশেই এখন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি অব্যাহত আছে। সোমবার (১৭ অগাস্ট ২০২০) সকাল থেকেই খুলনা সহ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের নানা জেলায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে। সকাল থেকেই উপকূলীয় অঞ্চলের আকাশ মেঘলা ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও শুরু হয়। কয়েকদিন এমনই আবহাওয়া থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

অমাবস্যার সাথে নিম্ন চাপের প্রতিক্রিয়ায় আগামী বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার (২০ ও ২১ অগাস্ট) বৃষ্টি আরও কিছুটা বাড়বে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা। আবহাওয়া অধিদফতর ইতিমধ্যেই তিন নম্বর সতর্ক সংকেত জারি করেছে। আবহাওয়াবিদরা মনে করছেন আগামী ১৯ অগাস্ট থেকে বৃষ্টি বাড়বে। এ ছাড়াও মৌসুমী বায়ু সক্রিয় থাকায় সপ্তাহ জুড়ে বৃষ্টি চলবে। অগাস্টের ১৯ তারিখে অমাবস্যা আর সেপ্টেম্বরের ২ তারিখে পূর্ণিমা। বছরের এই সময়টাই ভাদ্রের মরা কাটাল, ভরা কাটালে জোয়ারের উচ্চতা থাকে সবচেয়ে বেশি। টাইডাল ফোরকাস্ট ডটকম'-এর তথ্য অনুযায়ী পশুরনদী এলাকায় অর্থাৎ খুলনা অঞ্চলে অমাবস্যার সময় জোয়ারের উচ্চতা ১১ ফুটের উপরে থাকবে। আর চট্টগ্রাম অঞ্চলে এটা দাঁড়াবে ১৫ ফুটের উপরে। আম্ফানের কারনে যেসব এলাকার বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং এখনো মেরামত করা সম্ভব হয় নাই সেসব এলাকা আবার জলমগ্ন হওয়ার আশংকা আছে।

শিশুরা রয়েছে সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে
এই অঞ্চলের শিশুদের জন্য প্রয়োজন জরুরি সতর্কতা ও সহায়তা। ইতিমধ্যে বন্যা, নদী ভাঙন, কোভিড- ১৯ মহামারী ইত্যাদি কারণে শিশুরা দুর্ভোগের শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। পানিতে ডুবে মারা যাওয়া, সাপের কামড় এবং একাধিক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে শিশুরা। তদুপরি, শিশুরা এখন শিক্ষা ও শৈশবকালীন কর্মকাণ্ডের বাইরে। এই অবস্থায় স্কুল থেকে ঝরে পড়া, পাচার, বাল্যবিবাহ ও যৌন নির্যাতনসহ নানা ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা।

আমাদের এখনই সম্ভাব্য এই ঝুঁকিগুলোর দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এখনই যদি আমরা পদক্ষেপ নিতে পারি তাহলে তাত্ক্ষণিকভাবে ক্ষতিসমূহ কমানো যাবে।

যা করতে হবে

- শিশুদের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখুন, প্রয়োজনে দরজায় বেড়া দিন বা আশ্রয়কেন্দ্রে

পাহারার ব্যবস্থা করুন।

- থাকার জায়গা বা আশ্রয়কেন্দ্রের আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং সাপে কামড় থেকে রক্ষা পেতে ব্লিচিং পাউডার এবং কার্বলিক অ্যাসিড ব্যবহার করুন।
- সংক্রমণ রোধে বিশেষ করে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত এবং হাত ধোয়ার বিষয়টি নিয়মিত তদারকি করুন।
- আশ্রয় কেন্দ্রের সামনে সবার জন্য সাবান পানি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বৈদ্যুতিক তার বা জিনিসপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সতর্কতা অবলম্বন করুন।
- মোমবাতি ব্যবহার করতে নিরুৎসাহিত করুন, এগুলো বেশিরভাগই স্টেরিন (প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ ফ্যাট) বা প্যারাফিন (পেট্রোলিয়াম বর্জ্য) থেকে তৈরি করা হয় যা পরিবেশ ও শিশু উভয়রেই জন্য ক্ষতিকারক।
- খাদ্য সহায়তা দেয়ার সময় রুটি না দিয়ে নরম খিঁচুরি বিতরণকে উৎসাহিত করুন।
- পানি বিশুদ্ধ না করে খাওয়া ও ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন। ব্যবহার এবং সম্ভব হলে খাওয়ার জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করুন।
- শিশু বান্ধব কেন্দ্র শিশুদের শৈশবকালীন কাজ চালাতে সহযোগিতা করবে, তবে মহামারীর পরিস্থিতিটি মাথায় রেখে প্রতিটি শিশুবান্ধব কেন্দ্রে শিশুদের সংখ্যা ২০ জনের পরিবর্তে ১০ জন করা প্রয়োজন।
- কৈশোরবান্ধব স্বাস্থ্য সেবাসহ পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশন, ঋতুকালীন পরিচ্ছন্নতাসহ সামাজিক ও মানসিক সেবা প্রদান করা প্রয়োজন।